R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
২৬শে জুলাই, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

গঙ্গা-ভাগীরথী মিশে গেলে জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হবে

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৬ জুলাই—ফরাক্কা ফীডার ক্যানেলের অদূরে সিতাইগাছি গ্রাম এখন পদ্মার দক্ষিণ পার এবং ভাগীরথীর পশ্চিম পারের মধ্যবর্তী এলাকায় স্বল্পদূরত্বের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছে। একদা দুই নদীর মধ্যে ব্যবধান যেখানে ছিল আট কিলোমিটার, উভয় নদীর ভূমিক্ষয়ের দরুণ সেই ব্যবধান ক্রমশঃ কমে গিয়ে মাত্র তিন কিলোমিটারে এসে ঠেকেছে। ভূমিক্ষয়জনিত এই ভাঙনের ফলে দুই নদী যদি একসঙ্গে মিশে যায়, তবে মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলার পূর্বাঞ্চল জলমগ্ন হয়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে। এবং এর প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা যদি না নেওয়া হয় তাহলে তা জাতীয় বিপদ এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি করবে। —১৭ জুলাই জঙ্গিপুরের সংসদ সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্যাল এই মর্মে লোকসভায় কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ অবস্থায় কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে জানতে চাইলে বিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী ভানুপ্রতাপ সিং জানান, বহুদিন ধরেই গঙ্গার দক্ষিণ পার ভাঙন কবলিত। ১৯৭৩ সালে মিঠিপুরের কাছে ভাঙন প্রতিরোধের জন্য দুটি স্পার তৈরী করা হয়েছিল। খবর পাওয়া গিয়েছে স্পার দুটি ভালো অবস্থায় আছে এবং ভাঙন রোধে সমর্থ হয়েছে। এ বছর অফ্-টেক পয়েন্ট থেকে ভাগীরথীর সামনের গতিপথে দক্ষিণ-

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬ জুলাই—জঙ্গিপুরের সাবডিভিসনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট পরিমল ব্যানার্জি পুলিশের বিরুদ্ধে ১৮৭ ধারায় একাধিক মামলা দায়ের করেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, প্রায় ৫ মাস আগে পরিমলবাবু জঙ্গিপুরে আসার আগে আদালতের আবহাওয়া ছিল অসুস্থ। পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকতো, রিপোর্ট দিত না দিনের পর দিন। আসামী হাজির হত না, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতো। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে 'নোট' দেওয়া হয়েছে প্রচুর। তাতেও কাজ না হওয়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৭ ধারায় বহু মামলা রুজু করা হয়েছে। আসামী হাজিরার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নির্বাচন নিয়ে অনেক মামলা রুজু হয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ জুলাই—বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জঙ্গিপুর প্রথম মুনসেফী আদালতে এক ডজনেরও বেশী মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অধিকাংশ মামলাতেই 'অপর পক্ষের অনুকূলে নির্বাচন ঘোষণা বাতিল করতঃ দরখাস্তকারিগণের অনুকূলে যথারীতি আদেশ হইবার' আবেদন করা হয়েছে: এখন পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, সি পি এম এবং কংগ্রেস (ই) উভয়ের তরফ থেকেই প্রিজাইডিং অফিসার, রিটারনিং অফিসার প্রমুখকে বিরোধী পক্ষ করে মামলাগুলি করা হয়েছে। যেমন ধরুন রঘুনাথগঞ্জের ৩নং চাঁদপুর নির্বাচন ক্ষেত্র, ১নং গিরিয়া পঞ্চায়েত সমিতি প্রভৃতি। পুনর্গণনার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্পীকারের সম্বর্ধনা

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৪ জুলাই—রাজ্য বিধানসভার স্পীকার সৈয়দ আবুল মনসুর হাবিবুল্লা গত সোমবার ফরাক্কা ব্যারেজ রিক্রিয়েসন হলে নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত হলে ফরাক্কা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সিদ্ধিকালী : তদন্ত

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬ জুলাই—ক্ষেতমজুর আন্দোলনের নামে এই থানার সিদ্ধিকালী গ্রামে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল বলে যে অভিযোগ উঠেছে, সে ব্যাপারে সুতীর এম এল এ মহঃ সোহরাবকে লেখা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর একটি চিঠি থেকে জানা গিয়েছে, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে বিষয়টি তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবরে প্রকাশ, গত সপ্তাহের শেষ দিকে স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে সিদ্ধিকালী গ্রামে তদন্ত চালানো হয়েছে এবং তদন্তকারী অফিসার তাঁর রিপোর্ট পেশ করেছেন।

ফরাক্কার নিরাপত্তায় সরকার সতর্ক

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৬ জুলাই—'কেন্দ্রীয় সরকার ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের নিরাপত্তার জন্য সব সময়ের জন্য সতর্ক রয়েছেন এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। অবশ্য জনস্বার্থে সমস্ত বিষয় গোপন রাখা হচ্ছে।' সংসদ সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্যাল লোকসভায় ফরাক্কার নিরাপত্তার ব্যাপারে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ১৭ জুলাই বিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী ভানুপ্রতাপ সিং লিখিতভাবে উপরোক্ত তথ্য জানান বলে নয়াদিল্লী থেকে জানানো হয়েছে।

ইঞ্জিন বিকল, বিক্ষোভ

অরঙ্গাবাদ, ২৫ জুলাই—একদল বিক্ষুব্ধ যাত্রী আজ সকালে নিমতিতা ষ্টেশনে রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভকারীরা ৩৪৮ ডাউন নিউজলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জারের যাত্রী। গতকাল রাত ১০টা নাগাদ নিমতিতা ষ্টেশনের কাছে ট্রেণটির ইঞ্জিন বিকল হয়। আজিমগঞ্জ থেকে রিলিফ ট্রেণ এসে বিকল ইঞ্জিন মেরামত করে আজ সকাল ৫টা নাগাদ ট্রেণটিকে নিমতিতা ষ্টেশনে নিয়ে যায় এবং সেখানেই তাকে আটকে রেখে 'গুরুত্বপূর্ণ' ট্রেণগুলি পাস করানো হয়। যাত্রীরা রেল কর্তৃপক্ষের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁদের ট্রেণকে আগে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আপনার গৃহসজ্জায় অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য যুগান্তকারী একটি নাম—
গোদরেজ
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার ঘরে গোদরেজের আলমারী, রিফ্রেজেটর, চেয়ার-টেবিল নামমাত্র খরচে পৌঁছে দেব॥
অনুমোদিত পরিবেশক
মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভুম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

খেয়াল-খুশীর খেসারৎ

দুর্ঘটনা শুধু আকস্মিক নহে—অনাবধনতা ও অসাবধানতা হেতু—এ কথা অস্বীকার করার উপায় কাহারও নাই। তবু তাহা জানিয়াও কেন মানুষ সেই অবিবেচনা প্রসূত কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ে তাহা বুঝাইয়া বলা সম্ভব নহে। মানুষ যদি তাহা নিজেই না বুঝিতে পারে, তাহাকে যতই তাহার পাঠ দেওয়া হউক অথবা তাহার জন্য যত আইন রচনা করিয়া শাসন নিষেধ করার চেষ্টা করা হউক—হলফ করিয়া বলা যাইতে পারে তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। অবিবেচনার অন্তঃসলিলাকে নিয়ম করিয়া রুদ্ধ করা অসম্ভব যদি না সে গতি বন্ধ হয় স্বতঃস্ফূর্ত বিবেচনার পলিমাটি দ্বারা। বলিতেছি স্থানীয় গাড়ীঘাটের ফেরি নৌকায় পারাপার প্রসঙ্গে। কূলপ্লাবিত নদীতে খেয়ালখুশীমত চলাচল করা আজকাল নিশ্চয়ই নিরাপদ নহে। প্রায় প্রতি বৎসর সেই খেয়ালখুশীর খেসারৎ হিসাবে দিতে হইয়াছে কত জীবনের ডালি। এই দুর্ঘটনা সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে ফেরি নৌকায়। সাধ্যের অতীত আরোহী লইয়া চলিতে গিয়া এমনি স্বল্পায়তন নৌকাগুলি এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়া থাকে। ইহার প্রতিরোধে আগেও অনেক কথা বলা হইয়াছে। নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে—যেন ফেরি নৌকায় দশজনের বেশী আরোহী না তোলা হয়। প্রশাসন তাহা কার্য্যকরি করার জন্য পুলিশ মোতায়েন করাইয়া নিয়মটিকে চালু করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যত দিন এই মোতায়েন ব্যবস্থা ছিল ততদিন সেই নিয়ম মানিয়া চলা হইত। এখন পূর্ববৎ অবস্থা। মাঝিরা ৯ জন যাত্রী লইয়া নৌকা ছাড়ে না যেহেতু নিয়মমাফিক যে নির্দিষ্টসংখ্যক যাত্রী লওয়ার ব্যবস্থা আছে তাহা না হইলে তাহারা নৌকা ছাড়িবে না, এই বিলম্বে যদি কোন যাত্রীর বাস ফেল হয় অথবা দরকারী কোন কাজের অসুবিধা হয় তাহা হইতে পারে। আবার দশেও মাঝিরা সন্তুষ্ট নহে—তাহারও অধিক চাহে। নিদেন পক্ষে ১৪।১৫ জন। ইহা নিশ্চয়ই দূষণীয়। মনে হয় মাঝিদের এই দোষ অপেক্ষা অধিক দোষে দোষী যাত্রী জনসাধারণ। কেন না মাঝিরা পয়সা উপার্জনের লোভে মাত্রাধিক আরোহী তাহাদের নৌকায় তুলিতে চাহিতে পারে কিন্তু আরোহীরাও কি তাহাই মানিয়া লইবেন? নিজেরাই যাঁহারা বিপদের কথা মুখে উচ্চারণ করেন, নৌকাডুবি হইলে মাঝিকে দোষারোপ করেন আবার তাহারাই কেন বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করেন অথবা বিপদকে টানিয়া আনেন—এই কথা তাহাদের কে বুঝাইবে? অনধিক দশজন যাত্রী লইয়া নৌকায় পারাপার নিয়মবদ্ধ হইয়াছে তখন তাহা যাত্রী জনসাধারণ লঙ্ঘন করিতেছেন কেন? বিপদের কথা শুনিয়া যাঁহারা জ্ঞানগর্ভ বাণী দেন, আতঙ্কিত হন, শিহরিত হন, ভাবী বিপদের কথা ভাবিয়া কেন তাঁহারা সাবধানতা অবলম্বন করেন না? 'সাবধানের মার নাই' এই আর্যবাক্য যদি সত্যই হয় তবে যাত্রী জনসাধারণ সেই সত্যের মূল্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত কেন? জীবন মূল্যে সেই সত্যকে উপলব্ধি করা কি চরম নির্বুদ্ধিতা নহে?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

অভিনন্দন

দলহীন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের তত্ত্ব ও দর্শনসম্যক উপলব্ধি ক'রে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের সবাইকে এবং কর্মীবন্ধুদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। যাঁরা নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন এবং যাঁরা জয়ী হন নাই আশা করি তাঁরা এই দর্শন ও আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে যাবেন। স্বাবলম্বী ও স্বশাসিত গ্রাম আমাদের কাম্য। তত্ত্ব ও দর্শন বাদ দিয়েও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাঁদেরও জানাই আমার অভিনন্দন। আর ধ বাদ জানাই গ্রামবাসী ভোটারদের যাঁরা গ্রামের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দলহীন প্রার্থীদের সমর্থন করেছেন সমস্ত ভীতিপ্রদর্শন উপেক্ষা করে। —প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সংসদ সদস্য।

শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপার্থ দে ৪ জুলাই (১৯৭৮) একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতির বয়ানটি নীচে দেওয়া হল:

'প্লাস—২ শ্রেণীগুলির জন্য দুজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক মঞ্জুর করার ফলে শিক্ষকদের এবং স্কুলের কষ্ট বেড়েছে বলে কতিপয় সংবাদপত্রে যে খবর বেরিয়েছে তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু কষ্ট বাড়ার সংবাদে কোন সত্যতা নেই। শিক্ষা বিভাগ একটি যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি অনুযায়ী প্লাস—২ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন। দুটি পূর্ণ সময়ের পদ ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কাজের চাপের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী খণ্ড সময়ের এবং পূর্ণ সময়ের আরও পদ মঞ্জুর করা হবে। শিক্ষকের ব্যবস্থা করার একটি সংযুক্ত ছক চূড়ান্ত হওয়া সাপেক্ষে সপ্তাহে ৪ থেকে ৬টি পিরিয়ডের ন্যূনতম ক্লাস নেওয়ার জন্য খণ্ড সময়ের কয়েকটি পদ মঞ্জুর করা হবে এবং সরকার সেজন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান দেবেন। সুতরাং এক সরকারী সার্কুলারের পর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চালাতে কোন অসুবিধা হবে না।' —নিউজ ব্যুরো

আকুপাংচার কেন্দ্র

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ জুলাই—আজ পশ্চিমবঙ্গ প্রক্রিয়া স্বাস্থ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সেবামূলক সংগঠন আকুপাংচার চিকিৎসা কেন্দ্রের রঘুনাথগঞ্জ শাখার উদ্বোধন হয় শহরের ফুলতলা পল্লীর 'নিরালা' হোটেলে। তার আগে গত ১২ জুলাই মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় শচীন সেনগুপ্তকে সভাপতি ও অশোক চট্টোপাধ্যায়কে সম্পাদক নির্বাচিত করে ১১ সদস্যের একটি কর্মসমিতি গঠন করা হয়। উদ্বোধন উপলক্ষে আজ দু'জন রোগীর আকুপাংচার চিকিৎসা করা হয়। প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এই আকুপাংচার কেন্দ্র খোলা থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

শোক সংবাদ

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩ জুলাই—জরুরের বিখ্যাত রায় পরিবারের ৺ভুজঙ্গভূষণ রায় মহাশয়ের পত্নী ১৬ জুলাই ৮৬ বৎসর বয়সে জঙ্গিপুরে পরলোকগমন করেছেন।

বাসের চাকা অচল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ জুলাই—গণপতি বাস সারভিস প্রায় এক মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। এর ফলে রঘুনাথগঞ্জ—মুরারই ও রামপুরহাটসহ তিনটি রুটের বাসযাত্রীদের ভয়ানক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। শ্রমিক-মালিক বিরোধের ফলে বাসের চাকা অচল হয়েছে বলে জানা গেছে। মালিকপক্ষ কর্তৃক প্রচারিত ইস্তাহারে কর্মচারী সমিতিকে দোষারোপ করে বলা হয়েছে, কর্মচারীরা ৮ জুলাই এর মধ্যে ধর্মঘট প্রত্যাহার না করে নিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অপরদিকে কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, একজন কর্মীর ছাঁটাই এর প্রতিবাদে তাঁরা ২৬ জুন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু মালিকপক্ষ তার আগেই ২৫ জুন থেকে 'লক আউট' ঘোষণা করেন। এখনও পর্যন্ত সেই লক আউট অব্যাহত আছে। ফলে যাত্রীদের দুর্দশার অন্ত নাই। ১৯টি শ্রমিক পরিবারকে অর্ধাহার-অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে।

ধান পোঁতা নিয়ে সংঘর্ষ

সাগরদীঘি, ২৬ জুলাই—গত বুধবার এই থানার বোথারা গ্রামের উপকণ্ঠে ধান পোঁতাকে কেন্দ্র করে বর্গাদার ও ভূস্বামী পক্ষের সংঘর্ষে ৬ জন জখম হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে।

রাজনৈতিক হামলা: রঘুনাথগঞ্জ থানার মোমিনটোলা গ্রামে গত বুধবার আয়নাল সেখ নামে কংগ্রেস (ই) সমর্থকের বাড়ীতে একদল লোক হামলা করে ভাঙচুর করে বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনজন সি পি এম সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

পুনর্বহালের দাবিতে: একজন লরিচালককে পুনর্বহালের দাবিতে গতকাল ধুলিয়ানে মোটর ভেহিকল্ ওয়ারকারস্ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ভারত ক্যারিং-এর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। লরির দুর্ঘটনার দরুণ ওই চালককে পুনর্বহালের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিছুদিন থেকে বসিয়ে রাখা হয়। কিন্তু সম্প্রতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের চেষ্টা করলে আজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। খবরটি পুলিশের।

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ/সত্যনারায়ণ ভকত

তক্ষকের মনসা পুজো

ঋষিকুমার শৃঙ্গীর অভিশাপ সফল করার জন্য তক্ষক চলেছেন হস্তিনাপুর অভিমুখে। শৃঙ্গী শাপ দিয়েছেন মহারাজ পরীক্ষিৎকে তক্ষকদষ্টের। সেই অভিপ্রায়ে তক্ষকের হস্তিনাপুর যাত্রা। পথে কাশ্যপ নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তক্ষকের দেখা হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ ছিলেন বিষবিদ্যায় সুপণ্ডিত। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ। তিনি সর্পদষ্ট পরীক্ষিৎকে মন্ত্রবলে পুনরায় জীবিত করার অভিপ্রায়ে হস্তিনাপুর যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য জানতে পেরে তক্ষক প্রমাণ চাইলেন। তিনি একটি সজীব গাছকে দংশন করলেন। গাছটি সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। ব্রাহ্মণ মন্ত্রবলে গাছটিকে আবার বাঁচিয়ে দিলেন। তখন তক্ষক ব্রাহ্মণকে অর্থ-লোভী জানতে পেরে অনেক ধুতি (ঘুষ প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে 'ধুতি' শব্দটি 'ঘুষ' শব্দের অর্থবোধকরূপে ব্যবহৃত) দিয়ে হস্তিনাপুর যেতে দিলেন না; তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন দেশে।

কাহিনীর সূত্র ধরে কেউ কেউ অনুমান করে থাকেন, তক্ষক ও ব্রাহ্মণের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার ফলে ওই অঞ্চলের মাটি ও জলে মহৌষধির অণু-পরমাণু মিশে গিয়ে অদ্ভুতভাবে সর্পবিষ প্রতিষেধের ক্ষমতা ধারণ করেছে। এবং আজও সেই ক্রিয়া অব্যাহত আছে এই গ্রামে। গ্রামটির নাম তক্ষক।

রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত সর্বজন-বিদিত তক্ষক গ্রামে দেবী নাগেশ্বরীর পুণ্যপীঠ বর্তমান। কেউ বলেন অনন্ত, বাসুকী, কর্কট, কুলুর, শঙ্খচূড়, পদ্মনাগ, মহাপদ্ম, তক্ষক—অষ্টনাগের অষ্টম ভ্রাতা তক্ষকের নামে গ্রামের নাম তক্ষক। মুর্শিদাবাদ জেলার আর একটি উৎসবের পীঠস্থান। কারো মতে তক্ষক নামে আদিতে কোন গ্রাম ছিল না। তক্ষক ছিল হাসানপুর মৌজার অধীন। হাসানপুরের অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল সদ্‌গোপ। তক্ষক হাজরা নামে এই গ্রামে একজন লোক বাস করতেন। তিনি এমন কিছু করে গিয়েছিলেন, যার স্মরণে হয়তো এককালে এই গ্রামের নাম হয় তক্ষক। আবার কারো মতে, তক্ষক ছিল মনসার রাজধানী। চাঁদ সদাগর আসামের চম্পকনগর থেকে সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে গিয়েছিলেন তক্ষকের পাশ দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা দিয়ে হিজলের দিকে। তখন গঙ্গা প্রবাহিত হত গঙ্গাদহ (অর্থাৎ গঙ্গার খাত) হয়ে হিজলের দিকে। হিজল যাওয়ার পথে চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙা মধুকর মনসার কোপে কালীদহে ডুবে যায়। গঙ্গাদহ বর্তমানে জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘি থানা এলাকায় গাঙ্গ ডড়া নাম ধারণ করে এবং হিজল কান্দী মহকুমায় হিজল বিলরূপে বিরাজমান। গঙ্গানদীও খাত পরিবর্তন করে এখন উত্তর-পূর্ব বাহিনী। কালীদহ বর্তমানে কান্দী মহকুমার খড়গ্রাম থানা এলাকায় পাতনের বিল নামে পরিচিত।

এই মতাবলম্বীর ধারণা, সাঁতালী পাহাড়ে লখান্দরের নিশ্ছিদ্র বাসরঘর তৈরী হয়। মনসার নির্দেশে কর্মকাররা লোহা দিয়ে তৈরী সেই বাসরঘরে ছিদ্র রেখে লোহার গুঁড়ো দিয়ে সেই ছিদ্র বন্ধ করে রাখে। কর্মকাররা এই কাজ করে চাঁদ সদাগরের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মনসার আশ্রয় প্রার্থনা করলে মনসা তাদের নিজ এলাকা হিজলে স্থানান্তরিত করেন, বসবাসের জন্য জমি দেন এবং রুজি-রোজগারের জন্য সর্পবিষ নিবারণের পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। সেই থেকে কামাররা বেদেতে রূপান্তরিত হয় এবং হিজল এলাকায় সাপ প্রতি-পালনের ব্যবস্থা করে। হয়তো এই কারণে হিজল এলাকায় এখনও সাপের উৎপাত খুব বেশী।

পুরাণে বর্ণিত নেতাধোপানীর ঘাট, এই মতাবলম্বীর মতে, মালদহের উপকণ্ঠে চাঁপাই নবাবগঞ্জে (বর্তমানে বাঙলাদেশ) মহানন্দা ও গঙ্গার শাখা পাগলার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। সতী বেহুলা এখানেই নেতার (দেবতাদের ধোপানী) দেখা পেয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে গিয়ে মনসার রাজসভায় নাচগান করে সকলকে তুষ্ট করে স্বামী লখীন্দর, লখীন্দরের সাত ভাই ও সপ্তডিঙা মধুকর ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এর পরের কাহিনী সকলের জানা। কাহিনী বিশ্লেষণ এবং স্থান নির্বাচন সম্পর্কে উল্লিখিত মতকে বাস্তব বলে ধরে নেওয়া হলে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, তক্ষক ছিল দেবী নাগেশ্বরীর রাজধানী। দক্ষিণে হিজল ও উত্তরে চাঁপাই নবাবগঞ্জ পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। চাঁদ সদাগর খাজনা না দিয়ে মনসার রাজত্বে ঢুকে বিপদে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত মনসাকে মেনে নিয়ে খাজনা (বাঁ হাতে ফুল) দিতে বাধ্য হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, মনসার গান মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

যাই হোক এটা নিছক কল্পনা বা কাহিনী ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু দেবী মাহাত্ম্যে ভাস্বর তক্ষক অনন্তকাল ধরে পুণ্য পীঠরূপে বিরাজমান। রঘুনাথগঞ্জ শহরের পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রামে ৩৩ শতক জমির ওপর দেবীর পীঠস্থানটি বর্তমান। পীঠস্থান অর্থাৎ বাঁধানো উন্মুক্ত বেদী। বেদীর পেছনে একটি গাছ। বেদীর ওপর দেবীর কোন মূর্তি নাই। আছে অবয়বহীন তেল-সিঁদুর মাখানো দুটি পাথর। অনুমান করা হয় পাথর দুটির একটি অর্ঘ্য দেবী নাগেশ্বরী, অপরটি শিব। বিশেষ পূজো হয় আষাঢ়ের প্রতি মঙ্গলবার; চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে। বড় ধরনের উৎসব হয় জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে। মনসা পূজো উপলক্ষে ওই দিন এখানে হাজার হাজার পুণ্যার্থীর সমাবেশ ঘটে। একটি ছোটখাটো মেলাও বসে একদিনের জন্য। মানসা, পূজো ইত্যাদি সম্পন্ন হয় ওই দিন। মাঝারি ধরনের উৎসব হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে। নীলের পূজো উপলক্ষে পীঠস্থানটি ওই দিন উৎসবে মুখর হয়ে ওঠে। জমিদার রাধাগোবিন্দ, নিত্যকালী দেবী, শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখের দানের জমি থেকে দেবীর সম্বৎসরের পূজো চালানো হয়।

এখানকার মাটি ও জলের এমনই গুণ যে, মায়ের বেদীতে সর্পদষ্ট কোন কোন রোগীকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এখানে আনতে পারলে তার আর মৃত্যু হয় না। নিকটবর্তী পুকুরে স্নান করিয়ে ভেজা কাপড়ে রোগীকে বেদীর ওপর শুইয়ে বাঁধন খুলে দেওয়া হয়। একদিন বা এক রাত্রি পর রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। এরকম ঘটনা নাকি বহু ঘটেছে। এই পীঠস্থানের ওপর তাই লোকের এত বিশ্বাস, এত ভক্তি; পীঠস্থানটি এত জনপ্রিয়।

এখানকার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানকার মাটি কেউ নিয়ে যেতে পারেন না। পরীক্ষা করার জন্য কয়েকবার কয়েকজন মাটি নিয়ে গিয়ে বিপদে পড়েছেন এবং সেই মাটি ফেরত দিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এক ব্যাপারী ছোলার সঙ্গে এখানকার কাঁকড়মাটি মিশিয়ে বিপদে পড়েছিল। রঘুনাথগঞ্জ থানার সেকেন্দ্রা গ্রামের এক ব্যবসায়ী তক্ষক থেকে একটা পাথর নিয়ে যান বাটখারা করার জন্য। পরে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তাকে গাছ-তলায় শিবরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও পাথরটি সেকেন্দ্রা গ্রামের একটি বেল-গাছতলায় শিব ধ্যানে পূজিত হচ্ছেন।

প্রবাদ আছে তক্ষকের মেয়ের যে বাড়ীতে বিয়ে হয়, সে বাড়ীতে নাকি সাপের ভয় থাকে না। বাইরের লোকের এ গ্রাম থেকে ফেরার সময় গ্রামের বাইরের পুকুরে পা ধুয়ে ফেরার রেওয়াজ আছে। পুরাণ কাহিনীর বাস্তব বিশ্লেষণ ছাড়াও তক্ষকে দেবী প্রতিষ্ঠার একটি কিংবদন্তী আছে। কিংবদন্তীটি অনেকটা বন্যেশ্বরের মত। শোনা যায়, হাসানপুরের নিবারণ ঘোষ নামে এক গ্রামবাসীর পূর্বপুরুষের দুধাল গাই বাড়ীতে দুধ না দিয়ে গভীর জঙ্গলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিদিন দুধ দিয়ে আসতো। একদিন নিবারণ ঘোষের পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবী নাগেশ্বরীকে ওই স্থান থেকে আবিষ্কার করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন।

বিকো
ইলেকট্রিক মোটর ও
মোটর পাম্পসেট
ডিলার : ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

গঙ্গা-ভাগীরথী মিশে গেলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পারে এক মাইল এলাকা জুড়ে ভাঙন দেখা দিয়েছে। ফীডার ক্যানেল থেকে গঙ্গার দূরত্ব এখন মাত্র দুই দশমিক বাষট্টি কিলোমিটারে এসে ঠেকেছে। ফরাক্কা ব্যারেজের ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে গঠিত কারীগরী উপদেষ্টা পর্ষদের সুপারিশ অনুসারে চারটি স্পার তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। ১৯৭৯ সালের মারচ মাস নাগাদ এই কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। নয়াদিল্লী থেকে পাঠানো একটি খবর থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপারেও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, হয় আসামী হাজির করতে হবে, নয় জামানত জব্দ হবে। এই নির্দেশের ফলে জামিনদাররা আসামীদের হাজির করেছেন, মামলা ভালোভাবে চলছে। 'বড়লোকের চক্রান্তে গরীব মানুষের অযথা হয়রানির' বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গরীব মানুষের যে কোন মামলা পুলিশকে তদন্তের ভার না দিয়ে স্কুলের শিক্ষক দের দিয়ে তদন্ত করানো হচ্ছে। এতদিন জামিন রেজিষ্ট্রার চলত অনিয়মিতভাবে, যা খুশ তাই করা হত; এখন আর তার উপায় নাই। এস ডি জে এম নিজে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত এখন আর জামিন নির্দিষ্ট হয় না। মোদ্দা কথা আদালতে এখন 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবু পাঁচ মাসের মাথায় এস ডি জে এম পরিমল ব্যানারজিকে কেন বদলি করা হল, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে।

স্পীকারের সম্বর্ধনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যারেজের বিভিন্ন শ্রমিক ও কর্মচারী সংগঠন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং স্থানীয় কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন ফরাক্কার এম এল এ আবুল হাসনাৎ খান। স্থানীয় সমস্যার উপর বক্তব্য রাখেন কে পি শর্মা। নাগরিক সম্বর্ধনার উত্তরে স্পীকার হাবিবুল্লা বলেন, নদী নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষার দরুণ ভাঙন ও বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজকে তিনি শ্রমিক ও কৃষকের পাশে এসে দাঁড়াতে আহ্বান জানান এবং ফরাক্কায় ছাঁটাইবিরোধী আন্দোলনকে তিনি সমর্থন জানান।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৮

ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

আর একটি খবরে জানা গেছে, জঙ্গিপুর আদালতে দু' হাজারেরও বেশী মামলা জমে রয়েছে। সেগুলির নিষ্পত্তির জন্য আরো অন্ততঃ দু'জন বিচারপতির প্রয়োজন।

নির্বাচন নিয়ে মামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আবেদন জানানো হয়েছে কংগ্রেস (ই) এর পক্ষ থেকে রঘুনাথগঞ্জের ৪নং গিরিয়া-কিসমৎ নির্বাচন ক্ষেত্রে, ৩নং মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১/১ উত্তর মিঠিপুর-রামেশ্বরপুর নির্বাচন ক্ষেত্রে। সুতীর ৪নং সজনীপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন বাতিল করে নির্বাচিত ঘোষণার আবেদন করা হয়েছে সি পি এম প্রার্থীর পক্ষ থেকে। এ ছাড়াও আছে সামসেরগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার মামলা। রঘুনাথগঞ্জ থানার সেখালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন সম্পর্কে বৈধতার প্রশ্নে বড়জুমলা গ্রামের বিজয় সিংহরায় ও আরো কয়েকজনের আবেদন অনুসারে বিচারপতি সব্যসাচী মুখারজি রাজ্য সরকারের উপর একটি রুল জারি করে কেন এই নির্বাচন খারিজ করা হবে না, তার কারণ দর্শাবার আদেশ দিয়েছেন। জঙ্গিপুরের কোন কোন আইনজীবী বিচারপতির এই রুলিংকে 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' বলে মনে করছেন। তাঁদের মতে, 'এই রুলিং-এর উপর নির্ভর করছে পশ্চিমবঙ্গের বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভবিষ্যৎ।'

ইঞ্জিন বিকল, বিক্ষোভ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাড়ার দাবি জানাতে থাকেন। এই সময় ৩৩৭ আপ হাওড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনের খবর হয়। নিউজলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জারের যাত্রীরা সিগন্যাল আটক করে হাওড়া প্যাসেঞ্জারকে ঢুকতে বাধা দেন এবং লাইন অবরোধ করেন। পুলিশের মধ্যস্থতায় তাঁদের দাবি মেনে নেওয়ার পর বিক্ষোভ প্রত্যাহৃত হয়।

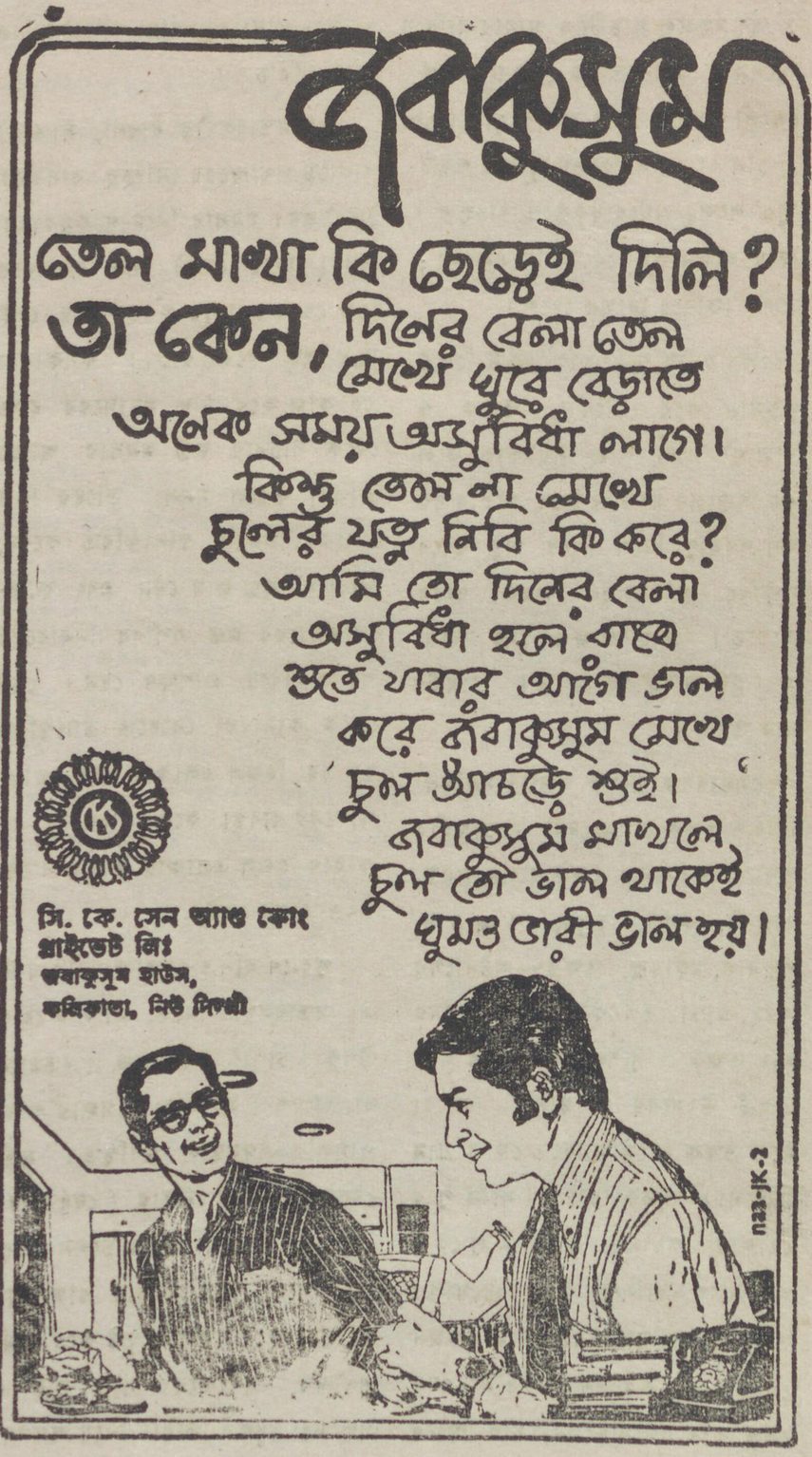

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।